কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 01 FEB 2015
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ২

রাঙ্গাবালীতে এসএসসির প্রবেশপত্র

ইউএনওর নির্দেশে 'খরচ ফি' ৮০০

পটুয়াখালী প্রতিনিধি ▷

পটুয়াখালীর রাঙ্গাবালীতে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের (ইউএনও) নির্দেশে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট এবং দাখিল পরীক্ষার প্রবেশপত্রের জন্য পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে 'খরচ ফি' আদায় করা হচ্ছে। আর পরীক্ষার সময় ওই খরচের জন্য প্রতিটি প্রবেশপত্রের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৮০০ টাকা। সুযোগের সদ্ব্যবহার করে কোনো কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ এক হাজার টাকা আদায়ের ঘোষণা দিয়েছে। হাইকোর্টের নির্দেশনা না মেনে প্রবেশপত্র বিতরণে টাকা আদায় করায় শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের মধ্যে অসন্তোষ বিরাজ করছে। সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরা জানান, এসএসসি পরীক্ষার খরচ জোগাতে অলিখিতভাবে উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানদের উল্লিখিত হারে টাকা আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন ইউএনও। ফলে তাঁর নির্দেশেই উপজেলার ১০টি মাদ্রাসা ও সাতটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধানরা ৮০০ টাকা করে আদায় করছেন। অনেক পরীক্ষার্থী ইতিমধ্যে টাকা দিয়ে প্রবেশপত্র নিয়েছে। ওই টাকা ব্যয় করা হবে কেন্দ্র খরচ, শিক্ষকদের চা-পান খরচ, পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীদের সুবিধা দিতে পরীক্ষা টিমের সদস্যদের ম্যানেজ ফি হিসেবে।

ছোটবাইশদিয়া ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসার পরীক্ষার্থী কলি আক্তার বলে, 'আমাদের মাদ্রাসায় এক হাজার টাকা প্রবেশপত্র ফি নির্ধারণ করেছেন স্যারেরা। অনেক টাকা ধার্য করায় কেউ এখন পর্যন্ত প্রবেশপত্র নেয়নি।' চরমোন্তাজ এ ছত্তার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী লোকমান হোসেন বলে, 'আমি ৮০০ টাকা দিয়ে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করেছি।' ছোটবাইশদিয়া ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসার সুপার (ভারপ্রাপ্ত) মাওলানা মহিউদ্দিন বলেন, 'আপনারা সাংবাদিক, এত ডিস্টার্ব করেন ক্যা? ডিস্টার্ব করা ভালো লাগে না।' নেতা নেছারিয়া দাখিল মাদ্রাসার সুপার আব্দুল গনি বলেন, 'এখনো অ্যাডমিট কার্ড (প্রবেশপত্র) ছাড়াতে পারিনি। ইউএনও স্যার প্রবেশপত্রের ফি বাবদ ৮০০ টাকা আদায় করার কথা বলেছেন। সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা তাঁর ওই বক্তব্যে একমত না। এত টাকা দিয়ে অনেক শিক্ষার্থীর অ্যাডমিট কার্ড সংগ্রহ করতে হিমশিম খেতে হবে। আমরা দেখছি বিষয়টি কিভাবে সহজ করা যায়।' এ ব্যাপারে রাঙ্গাবালী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. জয়নুল আবেদীনের মোবাইল নম্বরে একাধিকবার চেষ্টা করা হলেও তিনি তা রিসিভ করেননি।